দৈনিক ইনকিলাব

09

তারিখ 16 AUG 1988
পৃষ্ঠা 6 কলাম ...

শিশু শিক্ষার পদ্ধতি এবং স্তর বিন্যাস

সামস আফরোজ

অসীম বিশ্ব বিশ্ব... [illegible]

জ্ঞানও। জ্ঞানের ক্ষেত্রে [illegible] টানা যায় না। অথচ আমাদের [illegible] অতিসীমিত। এই স্বল্প সময়ে আমাদের শিখতে হয় অনেক কিছু, তার ফল রেখে যেতে হয় আমাদের উত্তরসূরীদের জন্য, আগামী দিনের মানব সভ্যতার উন্নতির জন্য। যে হাত দোলনা দোলায়, সে হাতই এই জ্ঞানের ধারক-বাহক, মানুষ গড়ার কারিগররূপে যুগের পর যুগ মানবকুলকে শিশু অবস্থা থেকে বড় করে গড়ে তোলার দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে। তাই মাকে প্রথমেই জানতে হবে তার শিশুটির সর্বোত্তম শিক্ষার ভার শুধু তার। তাই তাঁকে বুঝতে হবে প্রত্যেক প্রাণীর শেখার লগ্নের পরিপক্ক সময় আছে, সেই সময়ের পূর্বে কিছু শেখান ফলপ্রসূ হবে না। যেমন— যে শিশুটি কেবল বাবা-মা বলতে শিখেছে, তাকে দিয়ে ছড়া বলান যাবে না। জীবনের পক্ষে অপরিহার্য কাজ অনুশীলনের দ্বারা উন্নত হয় না কিন্তু সাঁতার কাটা লেখাপড়া উন্নত হয়।

শিশুকে পড়তে শিখাবার আগে দেখতে হবে তার শ্রবণ দর্শন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়াদি কার্যক্ষমও বিকশিত হয়েছে কি-না।

অক্ষর ও শব্দ চিনার মত জ্ঞান জন্মেছে কি-না। এই স্তর বিন্যাসের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখে প্রাথমিক শিক্ষাদান শুরু করতে হবে। স্তর বিন্যাসের ক্ষেত্রে প্রস্তুতি, উপস্থান, সংযোজন ও আরহিত জ্ঞানের প্রয়োগ প্রধান সোপান। আর সাহচর্য মানব শিশুর জ্ঞান উন্মেষের ক্ষেত্রে যাদুর মত কাজ করে।

উত্তেজনা ও প্রতিক্রিয়ার ফলে আচরণের মধ্যে পরিবর্তন দেখা যায়। এই পরিবর্তনের নাম শিক্ষা। যে কোন বিষয়ে শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত প্রতিক্রিয়ার ফল, বস্তুর ছবির সঙ্গে শব্দের সাহচর্যের ফলে শব্দটি মন গাঁথা হয়ে যায়। কোন শিক্ষাই এককভাবে থাকে না, অন্য শিক্ষার সঙ্গে তা মিলে গিয়ে সংযুক্ত হয়। সংযুক্তি, সান্নিধ্য ও সমাঞ্জস্যমূলক হয়ে থাকে।

সান্নিধ্য স্থান ও কালসূচক হয় যখন আপনার শিশুটি মনে করতে পারছে না পেন্সিলটি সে কোথা রেখেছে। আপনি হয়ত তাকে প্রশ্ন করলেন তোমার দাদীমাকে বইটি পড়তে দিয়েছ। হ্যাঁ, তিনি বইয়ের টেবিলে বসে পড়ছিলেন,

সেখানে পিন্টু ছিল, তখনই আপনার ছেলের মনে পড়ল পিন্টুর হাতে দু'টি পেন্সিলের মত কাঠি ছিল। সে দৌড়ে গিয়ে টেবিলের উপর থেকে পেন্সিটি নিয়ে এলো। এইটি হলো স্থানসূচক। আবার কালসূচকও হয়। সামঞ্জস্যমূলক

জিনিসে বৈসাদৃশ্যও আছে। আপনার শিশুটি যখন দেখবে জেব্রা তখন ঘোড়ার সঙ্গে তার পার্থক্য বুঝতে পারবে। এইভাবে সাহচর্য জ্ঞান দানা বাঁধতে সাহায্য করে।

ক্ষেত্র মনোবিজ্ঞানী অবশ্যই উত্তেজনার প্রসঙ্গের উপর জোর দেয়। অংশের সমষ্টির চেয়ে সমগ্র বৃহত্তর হচ্ছে তাদের নীতি। গঠন-পঠনের সময় আপনি আপনার শিশুর ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ করে দেখতে পারেন। যেমন— ধরুন, আপনি যদি আপনার শিশুকে কোন কবিতার প্রতিটি পংক্তি এককভাবে মুখস্থ করতে শেখান দেখবেন ভাবধারা কিছুটা আগোছাল ও বিচ্ছিন্ন হবার ফলে মুখস্থ হতে সময় নেবে ও সহজে ভুলে যাবার প্রবণতা জন্মাবে। বিষয়টি অর্থপূর্ণ সমগ্রে ভাগ করে নিয়ে শিশুকে মা যদি পঠনে অভ্যাস করেন তবে ভাবধারার পরামর্শ রক্ষিত হওয়ার ফলে দ্রুত ও স্থায়ীভাবে মানসপটে ফুটে উঠবে।

উভয় প্রকৃতির মতবাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে, স্মৃতির গঠন। স্মৃতি ছাড়া বুদ্ধি শিক্ষার কোন মূল্য নেই। স্মৃতি বস্তু ছাড়াই তার ছাপ মানস পটে উচিত হয়। শিশুকে অযথা ছাপ প্রয়োগ না করে তার মনযোগ আকর্ষিত করতে পারলেই ধারণ ক্ষমতা বাড়ে। মানুষ চেতন ও অবচেতন এই দুইভাবেই মনের মধ্যে স্মৃতি রক্ষণ করতে পারে। এবং কোন কিছু স্মরণ করতে পারে। শিশু শিক্ষার ক্রমবিকাশের স্তরে আপনাকে রক্ষণ ও স্মরণের জন্য পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করতে হবে। ছোট ছোট শিশুর একাধিক্রমে কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ করতে পারে না বলে কোন বিষয়ে এদের অধিক সময় ধরে শিক্ষা দিতে নেই। কিছু সময় বিরতি অথবা খেলার পর পুনরায় পাঠে বসাতে হয়।

মাঝে মাঝে পুরাতন জ্ঞানের পর্যালোচনা করলে শিক্ষা দীর্ঘস্থায়ী হবে। যিনি সুশিক্ষিকা তিনি বয়োঃক্রম অনুযায়ী শিশুকে ক্রমে সুসংহতভাবে সৎ সংকল্পের স্মরণমূলক কথাবার্তা বলবেন, যেমন— অমুক এতবড় নামকরা চিকিৎসক হয়েছেন তোমাকেও হয়ে জাতির মুখ উজ্জ্বল করতে হবে। তাহলে শিশু যদি কোন সংকল্প নিয়ে শিক্ষা শুরু করে তবে অতি সহজেই পাঠ আয়ত্ব করতে পারবে।

প্রতিকূল বা অনুকূল মনোভাব শিক্ষার ওপর দারুন প্রভাব ফেলে। অনুকূল পরিবেশ শিশুর স্মরণ শক্তি বাড়িয়ে দেবে। শারীরিক প্রভাব অবশ্যই শিক্ষার অগ্রসরতার ক্ষেত্রে একটি মূল্যবান দিক।

অতি শিক্ষণেরও প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। আপনার শিশু ও বন্ধুদের নিয়ে তিনটি দল গড়ুন ও পৃথক পৃথকভাবে কোন ছড়া ১ম দলকে একবার ও ২য় ও তৃতীয় দলকে ৩ বার মুখস্থ করতে দিন, দেখবেন, দলটি বেশী পরিমাণ শব্দ মনে রেখেছে। বুদ্ধিমতি মায়েদের মনে রাখতে হবে শিশুকে সৎ শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে পারলে কোন জ্ঞানই অথবা কোন শিক্ষাই বাদ যাবে না। কারণ শিশু তার এক পর্যায়ের শিক্ষাকে অন্য পর্যায়ে প্রয়োগ করে পর জীবনে অর্থপূর্ণ ও স্থায়ী সৃষ্টি রেখে যেতে পারবে।